প্রশ্ন : বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর: আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য হল 'বেদ'। মনে করা হয় 'বেদ' রচিত হয়েছিল ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে। হিন্দুদের মতে বেদ হল ঈশ্বরের বাণী, বেদ মনুষ্যের রচিত নয়। 'বিদ' শব্দের অর্থ (জ্ঞান) থেকেই বেদ শব্দের উৎপত্তি। বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। ঈশ্বরের কাছ থেকে বেদের বাণী শুনে ঋষিরা সে বাণী মনে ধরে রাখত। ঈশ্বরের কাছে শুনে এবং বংশ পরম্পরার কাছে শুনে মুখস্থ করে বেদের বাণীগুলি বলা হয় বলে এর নাম হয় "শ্রুতি"। হিন্দুধর্মের উৎপত্তি বেদ থেকেই। তাই বেদের প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা চিরন্তন—হিন্দুদের ইহকাল থেকে পরকাল পর্যন্ত সবকিছুই অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি বেদের অনুশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। একারণে হিন্দুদের কাছে বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়।

বেদ চার প্রকারের যথা—ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যর্জুবেদ ও অথর্ববেদ। ঋক্‌বেদ সবচেয়ে প্রাচীন। প্রাকৃতিক বর্ণনা ও প্রাকৃতিক দেব-দেবীর পূজা অর্চনাই ঋগ্‌বেদের বিষয়বস্তু। ঋক্‌বেদে দশটি 'মণ্ডল' বা বিভাগ আছে। বলা হয় প্রতিটি 'মণ্ডল' এক একজন ঋষি কর্তৃক 'শ্রুত' হয়েছিল। সামবেদ মূলত স্তোত্রধর্মী এবং এর স্তোত্রগুলি পূজা বা যজ্ঞানুষ্ঠানে গীত হয়। তাই অনেক সময় এই স্তোত্রগুলিকে 'সামগান' বলা হয়। যজুর্বেদে যাগ-যজ্ঞের মন্ত্রতন্ত্র সংকলিত আছে। বেদের সবশেষ সংকলন হচ্ছে অথর্ববেদ। এতে প্রকৃতির সৃষ্টি হরস্য এবং অসুখ বিসুখ ও বন্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষার পাওয়ার জন্য কিছু রহস্যজনক বিদ্যা সংকলিত আছে।

প্রতিটি বেদ আবার চারভাগে বিভক্ত। যথা—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা পদ্যে রচিত। এতে মূলত বিভিন্ন স্তোত্র মন্ত্র বর্ণিত আছে। ঋকবেদ সংহিতার সূত্রগুলিতে আর্যদের জীবনধারার প্রকাশ আছে। ব্রাহ্মণ অংশে বৈদিক যজ্ঞের প্রয়োজনে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যাসহ বিধি-নিয়ম সন্নিহিত আছে। আরণ্যক ও উপনিষদ সম্ভবত অনেক পরবর্তীকালে রচিত হয়। আর্য সমাজের বিধি ব্যবস্থানুসারে পঞ্চাশ বর্ষোধো গৃহীকে গৃহস্থালি ত্যাগ করে অরণ্যেও বসবাস করতে যেতে হোত। যেহেতু তাঁদের পক্ষে বৈদিক যজ্ঞের নিয়মাবলি পালন করা সম্ভব ছিল না। তাদের জন্য আরণ্যক লিখিত হয়। অর্থাৎ বনবাসীর উপযোগী ধ্যান ও পূজার পদ্ধতিই আরণ্যকে বর্ণিত বিষয়। এজন্য আরণ্যকের মধ্যে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৈদিক সাহিত্যের শেষ ভাগ হল উপনিষদ—এটি আরণ্যকের দার্শনিক তত্ত্বের সারাংশ। উপনিষদকে 'বেদান্ত'ও বলা হয়। উপনিষদকে 'বেদান্ত'ও বলা হয়। উপনিষদ আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। 'আত্মা' উপনিষদের একটি বহু-চর্চিত বিষয়। এতে মানুষের

Scanned with CamScanner

মুক্তির পথ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে 'আত্মা' অবিনশ্বর, কর্মফল হেতুই জীব পুনর্জন্ম লাভ করে। মানুষের সুখ বা দুঃখ পূর্ব জীবনের কর্মফল হেতুই হয়। কর্মফলের হাত থেকে মুক্তিপথের সন্ধানও এতে দেওয়া আছে। কর্মফল সম্পর্কে উপনিষদের এই ধ্যান ধ্যারণা পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকেও প্রভাবিত করেছিল।

চার প্রকারের বেদ ভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে কয়েকটি সূত্র বিধৃত আছে। এগুলি 'বেদাঙ্গ' নামে পরিচিত। বেদাঙ্গ ছয়টি ভাগে বিভক্ত। ১) শিক্ষা—এতে বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাহায্যে বেদ পাঠের নিয়ম লেখা আছে। ২) ছন্দ—এতে ছন্দগুলির পদ-বিন্যাসের সঠিক নির্দেশ দেওয়া আছে। ৩) ব্যাকরণ—এতে সঠিক বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতির কথা বলা আছে। ৪) নিরুক্ত—শব্দের উৎপত্তিস্থল এতে বর্ণিত হয়েছে। ৫) জ্যোতিষ—এতে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ও প্রভাব বিশ্লেষিত হয়েছে। ৬) কল্প—এতে গৃহস্থের জন্য সামাজিক আচারবিধি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

কল্প বা কল্পসূত্র আবার তিনভাগে বিভক্ত—যথা-শ্রৌত-সূত্র, শুল্ক-সূত্র এবং গৃহ্য-ধর্ম-সূত্র। শ্রৌত সূত্র থেকে যজ্ঞের নিয়মাবলি জানা যায়। শুল্ক সূত্রে যজ্ঞের হোমাগ্নির ক্ষেত্র বিশেষের আকারগত বিবরণ পাওয়া যায়। গৃহ্য-সূত্রে আছে গৃহীর জীবনপ্রণালী, নিয়মবিধি ও দশকর্মবিধি। এই সকল গার্হস্থ জীবনের নিয়মাবলি পালন করলেই 'হিন্দু' হওয়া যায়। শ্রৌত ও ধর্মসূত্রের সামাজিক গুরুত্ব তাই অনেক। হিন্দুদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গঠনে এগুলির প্রভাব যথেষ্ট। বৈদিকযুগের দর্শন সাহিত্য ছয়টি শাখায় বিভক্ত—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। ছয়জন বিশিষ্ট ঋষি এঁদের রচনা করেন। এঁরা হলেন—কপিলমুনি, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ, জৈমিনী ও বেদব্যাস। তাঁদের রচনা একত্রে 'ষড়দর্শন' নামে পরিচিত। এই বৈদিক সাহিত্যই হল ভারতীয় সাহিত্যের মূল উৎস।

Scanned with CamScanner